আমাদের সময়

তারিখ 30 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে আসছে পরিবর্তন

এম এইচ রবিন ●

প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা ভাবছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ওই সভায় নতুন বেতন কাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিসিএস শিক্ষকদের অসন্তোষ, শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া দ্রুত নিশ্চিত করাসহ ১২টি বিষয় থাকবে।

সভা উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখাপ্রধানদের দেওয়া শিক্ষামন্ত্রীর এক নোটে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত প্রায় পৌনে সাত বছরে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই প্রথম এক বিরাট ও যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। উন্নত দেশ গঠন এবং উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া চলছে এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে আমাদের সম্ভাবনার দ্বার। এর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নতুন নতুন ও জটিল অনেক সমস্যাও সামনে উঠে আসছে। এ সকল সমস্যা হচ্ছে উন্নয়নের সমস্যা, এমনকি বলা যেতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়নের বেদনা।

মানুষের জীবন, অর্থনীতি, সমাজ, প্রকৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নতুন জ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের পাশাপাশি সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এই জন্য দায়িত্বশীল সকল মানুষকে তা উপলব্ধি করে নতুন সমস্যা ও জটিলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য উন্নয়নকর্মের পাশাপাশি সচেতন ও তৎপর থাকতে হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন সৃজনশীল উদ্যোগ।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, বিগত সভায় যেসব কাজ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সেসব কাজ সম্পন্ন হলেও সঠিকভাবে নিয়মিত কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা ও ঘাটতি আছে। আগামী সভায় উইং, দপ্তর, শাখাপ্রধানকে তাদের নির্ধারিত কাজের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং কাজের নতুন পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিতভাবে নিয়ে আসতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করবেন। যারা সফল হবেন, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন, তাদের সম্মানিত করা হবে। যার ব্যর্থ হবেন, তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এই জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নন মন্ত্রীও।

আগামী ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সভায় প্রত্যেক প্রকল্পের অগ্রগতি ও নতুন প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা হবে। সেখানেও প্রকল্প পরিচালকদের তাদের প্রকল্পের অগ্রগতি এবং নতুন কাজ সম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদন সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সমস্যা, সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনাসহ শিক্ষার নানান ক্ষেত্রে সমস্যা ও সংকট বিষয়ে সরকারের সীমাবদ্ধতা, সমাধান করা এবং জনগণকেও এসব বিষয়ে অবহিত করা জরুরি। কারণ সাধারণ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সমস্যা দেখেন। তখন তারা সেটাকে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করেন। জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য জনগণের কাছে উন্নয়নের বিষয়গুলো তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রচারের জন্য একটি ছোট বুকলেট বা প্রচারপত্র তৈরিরও নির্দেশনা রয়েছে সভার নোটিশে।

সমন্বয় সভায় আরো আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠান-নন গভর্নমেন্ট টিচার্স সিলেকশন কমিশন (এনটিএসসি) গঠন, দেশের শিক্ষক/শিক্ষা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন, কার্যকর কোয়ালিটি ইস্যুরেন্স সিস্টেম প্রবর্তন নিশ্চিতকল্পে গঠিত জাতীয় শিক্ষক/শিক্ষা কাউন্সিলের (এনটিইসি) কাজ দ্রুত শেষ করা, শিক্ষা

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

পাবলিক পরীক্ষা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) আইন, ইউজিসি আইন, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন সম্পন্ন করা, মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত একটি এবং আগামী ২০১৬-এর জুন পর্যন্ত পৃথক ক্যালেন্ডার তৈরি করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রচারের জন্য বুকলেট বা প্রচারপত্র তৈরি করা, প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি, সার্বিকভাবে মন্ত্রণালয়ের কাজের লক্ষ্য ও অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, গত সমন্বয় সভার যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল- তার অগ্রগতি ইত্যাদি পর্যালোচনা।